RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১৬ সংখ্যা:, কোচবিহার, শুক্রবার, ১১ আগস্ট - ২৪ আগস্ট, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 11 August - 24 August, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

আন্তর্জাতিক মানের সুইমিংপুল পেল কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তহবিলে তৈরি কোচবিহার স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের উদ্বোধন হলো। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন এই সুইমিং পুলের উদ্বোধন করেন। কোচবিহারের বুকে সুইমিংপুলের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কোচবিহারবাসীদের। আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল কোচবিহারে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে খুশি কোচবিহারবাসী। ইতিমধ্যে সুইমিংপুলে সাঁতার প্র্যাকটিসের জন্য মেম্বারশিপ ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের হাতে লাইফটাইম মেম্বারশিপ কার্ড তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। ৩০০০ টাকা ৪০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকা বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি ধার্য করা হয়েছে। প্রথমদিনেই মেম্বারশিপ ফর্ম নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন দেখা যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেম্বারশিপ ফর্ম তুলে দেওয়া হয়।

হতে চলেছে রিডিং ফেস্টিভাল

পার্থ নিয়োগী: রিডিং পড়া নিয়ে অনেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকে নানা সমস্যা। আর তা দূর করতেই রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে হতে চলেছে রিডিং ফেস্টিভাল। আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। কোচবিহারে এই রিডিং ফেস্টিভাল সফল করতে গত ২৭ জুলাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হল কর্মশালা। বক্সিরহাটের ঘরঘরিয়া কেএন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এদিন অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালা। কর্মশালার সূচনা করেন বক্সিরহাট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহম্মদ মনিমে আলম। এই কর্মশালায় বক্সিরহাট চক্রের অন্তর্গত ৭৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা অংশ নেন। অন্যদিকে মাথাভাঙ্গার-২ নং ব্লকের বিডিও অফিসের হলঘরে এই নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও উজ্জ্বল সরদার, সমিতি এডুকেশন অফিসার পার্থ দে, ব্লক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মেহেবুব ইসলাম। কর্মশালায় ব্লকের বিভিন্ন শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকারা উপস্থিত ছিলেন। জেলার শিক্ষক- শিক্ষিকারা এই ধরনের রিডিং ফেস্টিভালকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের অনেকেরই বক্তব্য এর ফলে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর রিডিং নিয়ে ভয় কাটবে ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে সেরা কোচবিহারের নেহা

পার্থ নিয়োগী: রাজ্যের উঠতি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অন্যতম চেনা মুখ কোচবিহারের নেহা প্রামাণিক। ইতিমধ্যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের বেশ কিছু সাফল্যের শিরোপা তিনি পেয়েছেন। সম্প্রতি তার সাফল্যের মুকুটে আরেকটি পালকযুক্ত হল। সম্প্রতি বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্মান অনুষ্ঠানের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন নেহা। আর এই অনুষ্ঠানের সেরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের শিরোপা জুটল তাঁর। এই উপলক্ষে তাকে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত নেহা। তার কথা 'এই

পুরস্কার তাকে আগামীর ভালো কাজে প্রেরণা দেবে'।

খাপাইডাঙ্গার ঘটনায় প্রতিবাদে সোচ্চার নেটিজনেরা

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের খাপাইডাঙ্গার নির্যাতিতা ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে নেট নাগরিকেরা। দ্য কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ তার সামাজিক মাধ্যম একাউন্টে দোষীদের ক্যাপিটেল পানিশমেন্টের দাবী তুলেছেন। বিকে নার্জিনারি মনিপুর, মালদার সাথে কোচবিহারে এহেন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সেইসাথে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তিনি সরব হয়েছেন। কোচবিহারকে ভয়ের আঁতুড়ঘর বলে লিখেছেন কবি নাদিরা আজাদ। সুজন ডাকুয়া লিখেছেন 'রাজনৈতিক কারণে বহু ঘটনা ঘটে। আবার কিছু ঘটনার পরেও রাজনীতি হয়। শুধু রাজনীতির রমরমা। দেশ ও রাজ্য নির্যাতিতদের পাশে থাকে না'। সেনাকর্মী উমাশঙ্কর রায় লিখেছেন 'হনু আর মনু গোষ্ঠীর তোড়জোড় মৃতদেহ নিয়ে। এটা না করে তারা যদি বুথ স্তরে ৫ অপরাধীদের ধরতে আন্দোলন করলে তবু একটা কাজ হোত'। 'কালজানি' কালস্রোত নেমে আসে লিখেছেন শিক্ষক কানু বর্মন। আইনজীবি রাজু রায় তিনি পুলিশকে অনুরোধ করেন তিনমাসের মধ্যে চার্জসিট দিয়ে যেন কাস্টটডিয়াল ট্রায়াল শুরু করা হয়'। ইউনুস হোসেন লিখেছেন ' যারা আমার এ বোনের সাথে অন্যায় করে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। অপরাধকে প্রশ্রয় একদম নয়'। শ্যামলী বর্মন আক্ষেপ করে লিখেছেন 'সেই খাপাইডাঙ্গার কিশোরীর ধর্ষক যাদের কারণে আজ একটি ফুলের মতো প্রাণ অকালে চলে গেল। একটু সমবেদনা জানানো ছাড়া কি কিছু করার ক্ষমতা আছে আমাদের?' নেটিজনেদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই ঘটনার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন অনেকে। নাট্যকর্মী মৃদুস্মিতা বসু বলেছেন, স্কুলের একটি বাচ্চার সাথে এরম নরকীয় অত্যাচার করা হয়েছে, শুনে সত্যি লজ্জিত কোচবিহারের ইতিহাসে এরম একটা জঘন্যতম ঘটনা সত্যি ভাবতে পারি না। আমি নিজেও একজন মেয়ে, এটা শোনার পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কিত আমি। দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই। প্রতিনিয়তই মেয়েরা এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে, আসা করবো এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত, প্রশাসন অবিলম্বে যাতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

কোচবিহারের ছেলে অভ্রনীল নাগের "আদ্যন্ত" সিরিজের সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহারের ছেলে মুম্বাইয়ের তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক অভ্রনীল নাগের শহরের এক নামী হোটেলের ব্যাঙ্কয়েট হলে আদ্যন্ত সিরিজের সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ হয়ে গেল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার ও ছিলেন কোতয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস। পুলিশ সুপার অভ্রনীলের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভ্রনীলের বাবা অপূর্ব নাগ জানান, অভ্রনীল খুব ছোটোবেলা

থেকেই চিত্রনাট্য লেখায় পারদর্শী। মাত্র ১০ বছর বয়সেই টালিগঞ্জের পরিচালক অভিনেতা চন্দন সেনের সংস্পর্শে এসে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নজরে আসে অভ্রনীল। এরপর ১৫ বছর বয়সেই মুম্বই যাত্রা করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত এবং অভ্রনীলের প্রশংসা করেন। অভ্রনীল জানান, পাঁচটি আলাদা আলাদা শর্ট ফিল্ম নিয়ে তৈরী এই সিরিজে টালিগঞ্জের মুখও রয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান স্থানীয় ল্যান্ডডাউন হলে অভ্রনীলকে সংবর্ধনা জানিয়ে ছিলেন।

ক্রান্তিতীর্থ শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজিত হলো এবিএনশীল কলেজে

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের ৭৫ বছরে 'ক্রান্তিতীর্থ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের স্বনামধন্য ঐতিহ্যবাহী এবিএনশীল কলেজের কনফারেন্স হলে এই কর্মসূচি হয়। ভারত সরকারের ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক পার্থপ্রতিম পাল, স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক প্রদীপ্ত রায় সহ অন্যান্যরা। অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, এইরকম কর্মসূচি আগামী প্রজন্মের জন্য খুবই জরুরী। মূলত স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে এই জাতীয় কর্মসূচিতে মূলত স্বাধীনতার বৈপ্লবিক আলোচনা বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরবঙ্গের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা।একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন স্বাধীনতার পরে বর্তমান ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে

অনেকটাই এগিয়েছে আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতবর্ষ অন্যতম একটি শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের ভারতবর্ষে শিক্ষার হার প্রায় ৮৫%, দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ কমে ১১ থেকে ১২ শতাংশতে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই আলোচনা সভা আগামী প্রজন্মকে আগামীর ভারতবর্ষ গড়তে দিশা দেখাবে এবং এই আলোচনা সভা একটি সার্থক ও সফল কর্মসূচি বলে তিনি মনে করেন। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে ইতিহাসের ভাবনাকে বিশ্লেষণ করবার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৯০ জন অধ্যাপক এই বিশেষ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ সহ একাধিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক কল্যাণে ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই বিষয়গুলিকেই তুলে ধরা হয়। দুই দিনব্যাপী এই কর্মসূচিকে ঘিরে উৎসাহিত ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। এই কর্মসূচিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অধ্যাপক চন্দ্রশেখর পন্ডিত।

ভেষজ চারা প্রদান

পার্থ নিয়োগী: গত ২৮ জুলাই কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে জেলা আয়ুষ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর ও বন দপ্তরের উদ্যোগে এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে ভেষজ উদ্যান গড়ার লক্ষে এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মূলত কোচবিহার সদর মহকুমার স্কুলগুলি শিবিরে অংশ নিলেও অন্য মহকুমারও বেশ কিছু স্কুল এতে অংশ নেয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মন্ডল, আয়ুষ বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক বাসবকান্তি দিন্দা সহ বন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। শিবিরে প্রতিটি গাছের চারা দেখিয়ে তাদের মধ্যে কি ভেষজ গুণ আছে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের কি উপকারে আসবে, কিভাবে ভেষজ উদ্যান গড়তে হয়, কোথায় ভেষজ গাছের চারা পাওয়া যায় তা সবিস্তারে তুলে ধরা হয়। এর আগে এই ধরনের শিবির মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় করা হয়। এদিনের শিবিরে অংশ নেওয়া প্রতিটি স্কুলকে ১৫ টি ভেষজ গাছের চারা সহ একটি করে গাছের ব্যাগ দেওয়া হয়। ভেষজ চারা দেওয়ার ক্ষেত্রে এদিন এগিয়ে আসে তুফানগঞ্জের সুফল সংস্থা। তারাই এদিন চারাগুলি স্কুলগুলির হাতে তুলে দিয়ে এদিনের শিবিরে সহযোগিতা করেন।

শিল্প বিস্তারের উদ্যোগে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শিল্পকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসাবে গোটা রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলাতেও শুরু হয়েছে শিল্পে সমাধান ক্যাম্প। শনিবার জেলা ভিত্তিক স্তরে উৎসব অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক সিরাজ ধানেশ্বর, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবি রঞ্জন, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। নয়টি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসার বিষয় নিয়ে এদিনের সভায় আলোচনা হয়। গোটা রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলার প্রতিটি ব্লকে ও জেলার সদর অফিসে এক দিনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। পয়লা আগস্ট থেকে আঠারোই আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

অন্য দলের টিকিটে জয়, যোগদান তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পঞ্চায়েত ভোট জয় লাভের পর বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছেন জয়ী প্রার্থীরা। এই যোগদান পর্ব চলে চিলাখানা থেকে শুরু করে মেখলিগঞ্জ দিনহাটা পর্যন্ত। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে চিলাখানা-১ নং ব্লকের সিপিএম জয়ী প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর ফলে ওই ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করবে বলে দাবি। একই সাথে দিনহাটা এবং মেখলিগঞ্জে সিপিএমের জয়ী প্রার্থীরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। হলদিবাড়ি অঞ্চলের সিপিএম জয়ী প্রার্থী আলোক রায় পাটোয়ারী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরেশ অধিকারী আলোক রায় পাটোয়ারীর হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন। দিনহাটাতে সাহেবেরহাটে জয়ী সিপিএম প্রার্থী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়নের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার ফলে ওই এলাকার অঞ্চল পুরোপুরিভাবে বিরোধী শূন্য হয়ে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই দল বদলের রীতি যে ক্রমে বেড়েই চলেছে এমনটাই ধারণা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় গাপ্পি মাছ ছাড়লো কোচবিহার পৌরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ডেঙ্গি মোকাবিলায় এবারে কোচবিহার শহরে গাপ্পি মাছ ছাড়লো কোচবিহার পৌরসভা। প্রতিটি ওয়ার্ডে ছাড়া হবে ছয় হাজার গাপ্পি মাছ। শহরের বড়ো নর্দমাগুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌরসভা। কোচবিহার পুরসভার ১৪ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গেছে জানা গিয়েছে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, ডেঙ্গি মোকবিলায় স্প্রে করার পাশাপাশি শহরে নর্দমাগুলিতে ছাড়া হবে গাপ্পি মাছ।

ক্লাস রুমেই সাপের ছোবল

নিজস্ব সংবাদদাতা: পরীক্ষা চলাকালীন ক্লাস রুমেই সাপের ছোবলে আহত হল এক ছাত্রী। শনিবার ধূপগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে। পড়ুয়া সোয়া আকতারকে উদ্ধার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে সোয়া আকতার দশম শ্রেণীর ছাত্রী এদিন ইউনিট টেষ্টের জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে। অসুস্থ বোধ করার ফলে ওই ছাত্রী স্কুলের শিক্ষিকাদের সাপের ছোবলের ঘটনা জানায়। তড়িঘড়ি করে ওই ছাত্রীকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ সাপটির ছবি তুলে চিকিৎসককেও দেখায়। হাসপাতালে ছাত্রীর চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। দিনভর পর্যবেক্ষণে রাখা হয় বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি সভানেত্রীর বাড়ির সামনে বোম রাখার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সামনেই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন তার আগেই বিজেপি সভানেত্রীর বাড়ির সামনে বোম রাখার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট থানার শালবাড়ি-২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে শালবাড়ি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩ টি আসনের মধ্যে ১০ টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। মাত্র ৩ টি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১০ই আগস্ট শালবাড়ি-২ নং অঞ্চলে বোর্ড গঠন করবে বিজেপি। ঠিক তার আগেই বিজেপির সভানেত্রীর বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধারের পর স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে বিজেপি। বিজেপি যাতে সুষ্ঠুভাবে বোর্ড গঠন করতে না পারে তার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে গন্ডগোল পাকাতে চাইছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তিন ছিনতাইকারী ধরা পড়লো পুলিশের জালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর: স্টেশনে ঢোকা যাত্রীদের ব্যাগের উপর থাকত তাঁদের তীক্ষ্ণ নজর। কার কাছে মোটা টাকা-পয়সা, দামি জিনিস আছে, অনুমান করতে পারেন তাঁরা। কোনও যাত্রী অন্যমনস্ক বা ব্যস্ত থাকলে চকিতে লোপাট হয়ে যেত তাঁর মানিব্যাগ, মোবাইল, ব্যাগপত্র বা অন্যান্য জিনিস। হাওড়া স্টেশনে 'অপারেশন' করা এমনই তিন ছিনতাইবাজের হদিশ মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে। তিন জনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের কাজ-কারবার জানতে যতই জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে, ততই তথ্য মিলছে এবং তাতে বিস্মিত তদন্তকারীরাও।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত তিন যুবকের নাম রাজ আইচ, শেখ কাসেম এবং আকাশ হালদার। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি মানিব্যাগ, পাঁচটি দামি মোবাইল ফোন। সোনারপুর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, থানার পিসি ইনচার্জ অর্ঘ্য মণ্ডলের নেতৃত্বে মঙ্গলবার গভীর রাতে টহল দেওয়ার সময় ওই তিন জনকে দেখতে পান। তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিন জনের কাছে মেলে বেশ কয়েকটি মানিব্যাগ এবং মোবাইল ফোন। তিন জনের এতগুলো মানিব্যাগ এবং মোবাইল কীভাবে এবং কেন? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি 'তিনমূর্তি'। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে হাওড়া স্টেশনে ওই তিনজন মূলত 'রিসিভার'-এর কাজ করতেন। কেমন সেটা? পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, মূলত হাওড়া স্টেশনের মধ্যেই রয়েছে 'ছিনতাইবাজ দল'। তাঁদের এক এক জনের দায়িত্ব একরকম। কেউ পকেটমারি করবেন। কেউ সরাবেন যাত্রীদের ব্যাগ। সেটা চুপি চুপি নিয়ে এসে তাঁরা তুলে দেবেন স্টেশনের বাইরে অপেক্ষারত দলের অন্য সদস্যদের হাতে। সেখান থেকে ওই চুরি-ছিনতাইয়ের জিনিসপত্র চলে যাবে অন্যত্র। রাজ, কাসেম এবং আকাশের কাজ ছিল হাওড়া স্টেশনের বাইরে। যাত্রীদের জিনিস ছিনতাই করে একটি দল হাওড়া স্টেশনের বাইরে চলে আসতেন। সেই চুরির জিনিসপত্র তাঁরা তুলে দিতেন এই ত্রয়ীর হাতে। সেখান থেকে চোরাই মালপত্র চলে যেত একটি জায়গায়।

পুলিশ জানতে পেরেছে, এঁরা দৈনিক বেতনের ভিত্তিতে কাজ করতেন। চুরি-ছিনতাইয়ের কাজ শেষ হলে দিনে এঁদের 'আয়' ৭০০ টাকা। সেই টাকা কারা দিতেন, আরও কে কে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, তা বিশদে জানার জন্য তদন্ত করছে পুলিশ। ধৃতদের বুধবারই বারুইপুর আদালতে তোলা হবে।

কোচবিহারে উদ্বোধন হলো অ্যাপেলো ডায়াগনস্টিক সেন্টার

দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, কোচবিহার: উচ্চমানের প্রযুক্তিতে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা নিয়ে কোচবিহারে উদ্বোধন হলো অ্যাপেলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের। কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান এই সেন্টারটির উদ্বোধন করেন। অ্যাপেলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অন্যতম কর্ণধার ডাক্তার পরীক্ষিত ভট্টাচার্য জানান, এই সেন্টারে সমস্ত রকম রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে। সমস্ত পরীক্ষা উচ্চমানের যন্ত্র দ্বারা হবে এবং সমস্ত খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই থাকবে। এই সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যাথলজিস্ট বলেন, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরীক্ষা এখানে করা হবে সবটাই মেশিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং রোগীর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল আমরা দিতে পারবো। তাছাড়াও এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির সুরজ ঘোষ, প্রাক্তন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ভূষণ সিং, ডাক্তার সুদীপ সরকার সহ অন্যান্য অতিথিরা।

দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজের শুভ সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজের ভার্চুয়ালী শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে আনুমানিক এগারোটা নাগাদ এই কাজের শুভ সূচনা করেন প্রধামন্ত্রী। ভারতীয় রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ৫০৮ টি রেল স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আওতায় আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হচ্ছে সেই মোতাবেক কোচবিহার জেলার একটি মাত্র স্টেশন, দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজের শুভ সূচনা হল। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম রাজেশ গুপ্তা, বিধায়ক মালতী রাভা রায় সহ বিজেপির অন্যান্য বিধায়করা।

হাতির দেহাংশের খোঁজে চিরুণী তল্লাশি বন দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মৃত্যুর কারণ জানতে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হল কাটা মাথার অংশবিশেষ। হাতির বাকি দেহাংশের খোঁজে সংকোশ নদী লাগোয়া বক্সার জঙ্গলে চিরুণী তল্লাশি শুরু করেছে বনদপ্তর। শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, হাতির দেহ খুঁজে পেতে মরিয়া বনকর্মীরা বক্সার জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে উদ্ধারকৃত মুন্ডুর অংশবিশেষ ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে বক্সা ব্যঘ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। শনিবার কুমারগ্রাম এবং ভক্কা রেঞ্জের বিভিন্ন বিটের জঙ্গলে তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয় হাতির দেহ। যদিও দিনের শেষে কিছুই পাওয়া যায়নি বলে জানান তল্লাশি অভিযানে অংশগ্রহণকারী বন দপ্তরের কর্মীরা।

জয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট ব্লক সভাপতির হাতে তুলে দেওয়ার নিদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট ব্লক সভাপতির হাতে তুলে দেওয়ার নিদান দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটা নৃপেন্দ্র নারায়ন স্মৃতি সদনে শনিবার একটি আলোচনা সভায় এমনই মন্তব্য করেন তিনি। দিনহাটা-১ নং ব্লকে অনন্ত বর্মন এবং ২ নং ব্লকের ব্লক সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্যের হাতে জয়ী তৃণমূলের প্রার্থীদের সার্টিফিকেট জমা করতে বলেন তিনি। এ ব্যাপারে কোন অজুহাত হবে না, এমনটাই জানান মন্ত্রী। যদিও উদয়নের এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সিপিআইএম এবং বিজেপি।

সিপিআইএম নেতা সুভ্রালোক দাস বলেন, তৃণমূলের প্রার্থীরা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়নি ছাপ্পা এবং ভয় ভীতি দেখিয়ে তারা জয়ী হয়েছে। অন্য দলে যেতে পারে তাই সে খবর জানতে পেরে সার্টিফিকেট জমা করতে বলছেন উদয়ন গুহ।

এ বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, তৃণমূল তৃণমূলের প্রার্থীদের বিশ্বাস করতে পারছে না, তাই ব্লক সভাপতিদের কাছে সার্টিফিকেট জমা করতে বলছে।

যুব তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ১৯৮৮ সালে ৪ঠা আগস্ট খাদ্যে ভেজাল তেল ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দোলনে শহীদ রবিন, বিমান, হায়দারের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শহীদ দিবস পালন করলো যুব তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৮৮ সালের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ভেজাল তেল খেয়ে বহু শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে ৪ঠা আগস্ট যুব তৃণমূল কংসের পক্ষ থেকে ভেজাল তেলের প্রতিবাদে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে কোচবিহারের রবিন, বিমান, হায়দারের মৃত্যু হয়। এই শহীদদের স্মরণ করতে আজ সাগরদীঘি পাড়ে অবস্থিত শহীদ বেদীতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। একই সঙ্গে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহীদ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

দিনহাটায় জয়ী বামপ্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় বড়সড় সাফল্য তৃণমূল কংগ্রেসের। বিধানসভার একমাত্র বাম জয়ী বামপ্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে। মন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে দিনহাটা বিধানসভার সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/১০০ নম্বর বুথের জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ যোগ দিলেন তৃণমূলে। আর আবুল কালাম আজাদ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সঙ্গেই কার্যত দিনহাটা বিধানসভায় পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থী নিরিখে বামেরা শূন্যে চলে গেল।

এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, যেহেতু গোটা বিধানসভা মিলে বামেরা মাত্র একটি পঞ্চায়েতে জিতেছে তাই এই বামপ্রার্থী হয়তো মনে করেছেন তার উন্নয়নের সদিচ্ছা থাকলেও তিনি উন্নয়ন করতে পারবেন না আর তাই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। অপরদিকে সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়ে বামপ্রার্থী আবুল কালাম আজাদ জানান তিনি যে দল থেকে জিতেছেন সেখানে কাজ করার কোন পরিস্থিতি নেই তাই মানুষের উন্নয়ন করার জন্যই নিজের ইচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিলেন।

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন বার্তা পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করতে এলাকার শতাধিক খুদে শিশুদের নিয়ে র‍্যালি করলো আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন অফিসার্স কলোনি পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। জংশনের বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে DRM চৌপথী, শিশু উদ্যান হয়ে ফের পথের সাথীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয়ের সামনে এসে সমাপ্ত হয়। এদিন এলাকার প্রায় ১০০ জন খুদে শিশু ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক ব্যানার হাতে নিয়ে এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি সুব্রত মজুমদার, পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্পাদক মিঠুন, সম্মানীয় সদস্য অনিল কুমার ঝাঁ সহ সহ অন্যান্যরা।

নাবালিকাকে অপহরণ করা নিয়ে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দিগলহাটি গ্রামে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে ২৯ জুলাই মেয়েটির পরিবারের তরফে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ অভিযোগপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেছে। ঘটনারও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের রামপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালধোয়া বালাবাড়ি এলাকায় ধনো বর্মন (৫৫) নামের এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পরিবারের দাবি ওই ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। গতকাল রাতে পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির কিছুটা দূরে রাস্তায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। ঘটনার খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ আটকে দেয়। তাদের দাবি কে বা কারা ওই ব্যক্তিকে খুন করেছে আগে সেই তদন্ত করতে হবে। তারপরে মৃতদেহ পুলিশের হাতে দেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

বিজেপির যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার এসপি অফিস ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও এবং অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার। পুলিশ বেরিকেট দিয়ে আন্দোলনকারীদের আটকানোর চেষ্টা করলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়ন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় যুব মোর্চার কর্মীদের। অবশেষে পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থানে বসে যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার সদস্যরা।

নকল করতে বাধা দেওয়ায় হেনস্থা শিকার অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পরীক্ষায় নকল করতে দেননি কলেজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা। বিনিময়ে মিলেছে শারীরিক হেনস্থা সহ একাধিক অপমান এমনই অভিযোগ করলেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। তারই প্রতিবাদে দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন দিনহাটার কলেজের অধ্যাপক অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে কলেজের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা। তাদের দাবি কলেজে চলছে পরীক্ষা আর সেই পরীক্ষায় কোনভাবেই যাতে কেউ অসাধু উপায় অবলম্বন করে লিখতে না পারে সেজন্য কড়া গার্ড দিচ্ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা, তখনই একদল বহিরাগত কলেজে ঢুকে শিক্ষকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্থা করতে থাকে। ও একই সাথে কলেজে সিসিটিভি সহ একাধিক জিনিস ভাঙচুর চালায়। আর তারই প্রতিবাদে দিনহাটা কলেজের সামনে দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এই মুহূর্তে প্রতিবাদের সামিল হয়েছে দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক থেকে শুরু করে একাধিক কর্মীবৃন্দ। তাদের দাবি প্রশাসন যতক্ষণ সঠিক ব্যবস্থা নেবেন না ততক্ষণ তাদের এই আন্দোলন চলবে। এরপর অবরোধ প্রায় এক ঘন্টা চলার পর সেখানে পৌঁছায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি এসে নিরাপত্তার বিষয়টি আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ তুলে নেয়।

সাতাশ বছর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে

এবার ঘরে ফেরার পালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জীবনের সাতাশটি বছর ধরে সীমান্তে দাড়িয়ে কার্গিল যুদ্ধ সহ রক্ষা করেছেন মাতৃভূমিকে, গ্রামে ফিরতেই যেন সেলিব্রিটি স্টেশনেই সেলফি তোলার হিড়িক, বাজলো ব্যান্ড। বৃহস্পতিবার এমনই দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি রোড রেলস্টেশনে, আজ থেকে দীর্ঘ সাতাশ বছর ছয় মাস আগে দেশের সেবায় গায়ে উর্দি চাপিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাতকাটা জালাদিপাড়ার যুবক গোবিন্দ দাস, যোগ দিয়েছিলেন দেশের এক নম্বর ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্স বিএসএফে। সেই থেকে মাঝে মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাড়ি এলেও ফিরে যেতে হয়েছে দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে। দীর্ঘ সাতশ বছর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একজন জওয়ান হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন। কার্গিল যুদ্ধের সময় কর্তব্যরত ছিলেন জম্মু কাশ্মীরে। সেনা বাহিনীর সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করে পাকিস্থানি অনুপ্রবেশকারীদের পরাস্ত করেছেন। এবার যেন ঘরে ফেরার পালা। এদিন দিল্লি থেকে অসমগামী ট্রেনে চড়ে নামেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। তবে এমনভাবে যে ঘরে ফেরা হবে সেটি বুঝতেই পারেননি ভারতের এই বীর জওয়ান। স্টেশনে ট্রেন থামতেই বেজে ওঠে গ্রামবাসীদের আনা ব্যান্ড পার্টির মিউজিক। একে একে এগিয়ে আসে নিজের সহধর্মিনী সহ গোটা গ্রামের মানুষ। গলায় পরানো হয় ফুলের মালা। এরই মধ্যে গ্রামের বীর জওয়ানের সঙ্গে সেলফি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। এতো আয়োজন দেখে আপ্লুত হয়ে গিয়ে বিএসএফের অবসরপ্রাপ্ত হেড কনস্টেবল গোবিন্দ দাস জানান, এটাই জীবনে সেরা মুহূর্ত। অপরদিকে দীর্ঘ অপেক্ষার পর স্থায়ীভাবে সুস্থ শরীরে স্বামীর ঘরে ফিরে আসা প্রসঙ্গে সহধর্মিনী বনানী দাম দাস বলেন, আজ থেকে অনেকটাই হালকা হয়ে যাব এতদিন ওনার অবর্তমানে সংসারের ভেতরে এবং বাইরের সব কিছুই একা করেছি আজ থেকে আবার দুজন মিলেই পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম করবো। বাড়ি ফেরার আনন্দে এদিন আত্মীয় পরিজন পাড়া-প্রতিবেশী, টোটোচালক থেকে পথ চলতি মানুষদেরকেও মিষ্টিমুখ করানো হয়।

সম্পাদকীয়

লজ্জার নাম খাপাইডাঙ্গা

চলে গেল খাপাইডাঙ্গার নির্যাতিতা। এ লজ্জার কোন ভাষা নেই। এভাবে আর কতদিন অকালে চলে যাবে এরকম হাজার নির্ভয়ার প্রাণ ? সত্যি এর উত্তর কারও কাছে নেই। এ লজ্জাকে বাড়িয়ে দিল হাসপাতালে নির্যাতিতার মরদেহের গাড়ির সামনে তার অসহায় শোকগ্রস্থ বাবাকে নিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে টানাটানির দৃশ্য। এমনটাও হতে পারে কোনদিন ভাবা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই দেশে রাজনৈতিক নেতাদের কল্যাণে সবই সম্ভব। সেটাই দেখল কোচবিহার। এক অসহায় বাবার এমন অবস্থায় মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা একবার ভেবেও দেখল না নেতারা ? অবাক করল পুলিশের নীরবতা। চলল দুই দলের চিল চিৎকার। হাসপাতালের বাকি রোগীদের অসুবিধার কথাও বেমালুম ভুলে গেল তারা। এক অমানবিক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল কোচবিহার। যা আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে চিরকাল।

কবিতা

জাতের বড়াই

.... রাম কুমার বর্মন

কোথায়খুঁজিসআল্লাহ,যীশু,কোথায়খুঁজিসহরি?
মন্দির, মসজিত, গির্জা নিয়ে,
তবে কিসের মারামারি?
হৃদ মন্দিরে খুঁজে দেখ তুই, আল্লাহ, হরির বাস,
মনের মাঝেই সচরাচর, ঈশ্বরের বসবাস!
বিবিধেরমাঝেবিবাদভুলে,মনেরদেওয়ালতুলে,
মন্থন কর হৃদয় সাগর, সুধা পাবি অন্তরস্থলে!
দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কলহ, গ্লানি, হিংসা যা তুই ভুলে,
সিন্ধুতে তুই বিন্দু পাবি, ভাসরে নয়ন জলে!
যেতেহয়নামন্দির,মসজিত,যদিথাকেবিশ্বাস,
প্রেমদিয়েইকরঈশ্বরজয়,প্রেমেইপাবিসুধারস!
বেদ,বিজ্ঞান,কোরান,পুরান,মনদিয়েইকরধ্যান,
হিংসার মাঝে থাকে না ঈশ্বর,
জীব সেবাই বড়ো জ্ঞান!
মনের আঁধার ঘুচে ফেল তুই,
জাতের বিচার ছাড়,
জাত যাবে তোর জাহান্নামে,
মনকে পবিত্র কর!
জাতেরবড়াইকরিসনাতুই,ভেবেদেখরেমন,
জীব সেবাতেই শিব পাবি তুই,
খুঁজে পাবি ভগবান!

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

গল্প

সিক্সথ সেন্স

..... সুজয় নিয়োগী

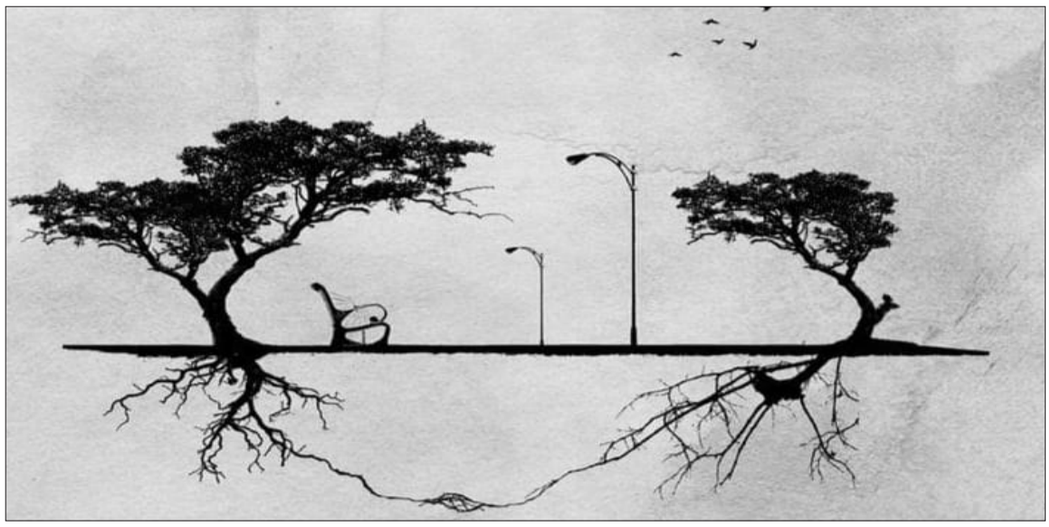

দ্বিতীয় পর্ব

মাঝে মধ্যে অহনাও এখন দু-একটা কবিতা লেখে। প্রথম কবিতা লেখার কথা মনে পড়লে এখনও খুব হাসি পায়, তখন ও ক্লাস টেন, সোহম ক্লাস টুয়েলভ। রেল কলোনির পুজোর মন্ডপে প্রথম পরিচয়, গল্প করতে করতে দু'জনেরই মন নরম হয়ে ছিল বোধহয়। তারপর ধীরে ধীরে কাছে আসা। পরিচয়ের পর প্রথম নববর্ষ, সবাই কার্ড কিনছে বন্ধুদের দেবে ,অহনাও ভাবলো ও নিজে একটা কার্ডে কবিতা লিখে সেটা সোহমকে দেবে। ও জানতো সোহম খুব ভালো কবিতা লেখে, ভাবলো ঠিকই কিন্তু কাজটা যে ভীষণ কঠিন। অনেক কষ্টে লিখলো দুলাইন --বরফ বগা, টগর বগা, তুমি প্রিয় বন্ধু হবা? ফুটবল মাঠের ধারে গাছতলায় বসে যখন সোহমকে কার্ডটা দিয়েছিল, দু-তিনবার পড়ে মিচকি হেসে বলেছিল --এই, বগা মানে কি গো, বক?-- মানে?-- বগা লিখেছ? তুমি বরফ আর টগর ফুলকে কি বকের সাথে তুলনা করছ? -- না তো -- তবে? --ওদের কালার। -- কাদের কালার? -- আরে দূর বরফ ও টগরের কালার তো হোয়াইট মানে বগা।

সাদাকে যে অহমিয়ায় বগা বলে এটা বোঝাতে বেশ কিছু সময় ওর চলে গেছিল সেদিন। আসলে পুজোর চারমাস আগেই অহনার বাবা লামডিং থেকে আলিপুরদুয়ারে ট্রান্সফার হয়ে আসে। তাই তখন ওর ভাষা, উচ্চারণে অসমের যথেষ্ট ছোঁয়া ছিল। এখনও ওর কথায় ওদিককার অল্প হলেও টান আছে। কলিং বেল বাজলো। সোহম এল বোধহয়। সোহম ফ্রেস হয়ে টিফিন করে নিল, এখন একটু রেষ্ট করবে তারপর টিভি দেখবে। --শোন তুমি রেষ্ট কর আমি একটু প্রতীকের সাথে বের হব। --তোমাদের কাজ বেশ ভালোই জমেছে বল? কথার টোনটা কেমন কানে বাজলো অহনার।-- মানে?-- আরে ইনকাম তাহলে ভালোই হচ্ছে, তাই বললাম। --কেন, কি হচ্ছে জান না? যখন জয়েন করলাম তখন তুমিই তো বলেছিলে নেটওয়ার্ক মার্কেটিংএ লেগে থাকতে হয়, দেখেছ প্রতীককে সবকথা উপেক্ষা করে লেগেছিল বলেই আজ একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে। --হু।, প্রতীক আসবে না তুমি যাবে?-- আমিই যাব। ওহো, তোমার ওষুধটাও তো আনতে হবে, ওটা তো চারদিন ধরে খাচ্ছ না। --ওটা আর খাব না ভাবছি, খুব একটা কাজ হচ্ছে না। -- সে কি কথা! চার বছর ধরে খেয়ে যাচ্ছ। তুমি নিজেই সেদিন বলছিলে- প্রতীকের কোম্পানির মেডিসিনটা খেয়ে সুগার লেবেলটা ঠিক আছে আর দুর্বলতাও অনেক কম।-- ওটা মনের ভুল। -- তাই? এতদিন পর মনে হল?-- না না আমাকে অনেকেই বলেছে ওই সব নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের জিনিস ফালতু হয়।-- হতে পারে, তবে আমি নিয়ে আসবো। তুমি না খেলে ফেলে দেবো। বলে বেড়িয়ে যায়।

।।।৩।।।

প্রতীককে অহনা প্রথম দেখে 'মনকথা'র দ্বিতীয় বছরের শারদ সংখ্যা প্রকাশের দিন। সেবারই প্রথম ওর কবিতা প্রকাশ পায় 'মনকথা'র পাতায়। সোহমের স্বভাবই হল নতুনদের সুযোগ করে দেওয়া। সেবার প্রতীক ও আরও একজনের লেখা ছিল। ও তখন একটা FMCG কোম্পানিতে সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরি করত, এই প্রতীকই যে আত্রেয়ীর 'রাকা' সেটা জেনেছিল গৃহপ্রবেশের দিন, তখন আত্রেয়ী স্কুল সার্ভিসে পাশ করে সবে সোহমের স্কুলেই জয়েন করেছে। আত্রেয়ী অহনার থেকে বছর চারেকের ছোট হলেও খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল ওদের দুজনার মধ্যে, বিয়ের পর আলিপুরদুয়ার থেকে রায়গঞ্জে ওদের বাড়িতেই এসে উঠেছিল, প্রায় ৮ বছর ওদের নিচ তলায় ভাড়া ছিল। তখন রাকা বলে একটা ছেলের সাথে ওর প্রেম নিয়ে নানা কথা শুনেছিল, কিন্তু রাকার সাথে পরিচয় করায়নি কখনো। গৃহপ্রবেশের দিন আত্রেয়ী আর প্রতীক কথা বলছে দেখে অহনা নিজেই জিজ্ঞাসা করে তোমাদের পরিচয় আছে নাকি? অহনাকে জড়িয়ে ধরে আত্রেয়ী বলেছিল বৌদি ওই রাকা।

এটা কেমন হল? প্রতীকের এতদিন ধরে তোমার দাদার কাছে আসা যাওয়া, আর আমরা ঘুনাক্ষরেও টের পেলাম না?

তোমরা দুজন হেব্বি জিনিস তো! তিনজনেই হেসে উঠলো। দাড়াও তোমাদের দাদাকে বলতে হবে বলে কপট রাগ দেখিয়ে ওদের দুজনকে একলা ছেড়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে ওদের বিয়ে, ওদের মেয়ে পুটুর জন্ম, বেশ ভালোই চলছিল সব, কিন্তু হঠাৎ করে প্রতীকের কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলে, প্রতীক এই মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানিতে জয়েন করে বসলো, সেটা আত্রেয়ীর একদমই পছন্দ হয়নি, প্রথমে এই নিয়েই সমস্যা শুরু হয় ওদের মধ্যে, তারপর চূড়ান্ত আকার নেয়, এর মাঝে আত্রেয়ী ট্রান্সফার নিয়ে বাড়ির কাছের স্কুলে চলে আসে, তাই সোহমের সাথে সেভাবে আর যোগাযোগ ছিল না, এরপর যা শোনার প্রতীকের কাছেই শোনা। আত্রেয়ী পুটুকে নিয়ে মিলনপাড়ার বাপের বাড়ি চলে আসে আজ প্রায় আড়াই বছর। সেপারেশনের চিন্তা-ভাবনাও শুরু হয়। ফোন বেজে উঠলো, প্রতীকের ফোন -- কোথায় গো? এই তো চলে এসেছি। টোটোকে দাঁড়াতে বলে অহনা।

।।।৪।।।

রাতে বাড়ি ফিরে দেখে সোহম স্টাডিরুমে ফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে। ফোন রেখে বললো, - কি কাজ হল? - হ্যাঁ, ওই আর কি? তোমার ওষুধটা কাল সন্ধ্যায় প্রতীক নিয়ে আসবে, কাল তুমি বাড়িতে থাকবে তো?- এখনও পর্যন্ত তাই ঠিক আছে। - খুব দরকারেই আসবে বললো, অনেক কথা আছে তোমার সাথে। - আচ্ছা?- কেন? - না এমনিই বলছি। সবকথার উত্তর ঠিকমতো দিলেও, তা দিতে হয় সেই গোছের। অহনা বেশ বুঝতে পারে সুযোগ পেলেই সোহম এখন মাঝে মধ্যে ওর ফোন চেক করে। কল লিস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ, ম্যাসেঞ্জার খুলে দেখে। কিছুদিন ধরেই প্রতীককে অ্যাভোয়েড করছে সোহম। কিন্তু প্রতীকের আজ লেখার জগতে যতটুকু পরিচয় তা সোহমের জন্য। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যথেষ্ট স্নেহ করতো। কিন্তু এখন যে সহ্য করতে পারে না, সেটা বেশ বোঝে অহনা। মাস চারেক ধরে আবার সিগারেট ধরেছে, রাতে এখন মাঝে মধ্যেই ঘুম না আসলে উঠে সিগারেট খায়। সকালে স্টাডি রুম গোছাতে গিয়ে একটা লেখায় চোখ আটকে গেলো - "তোমার থেকে দূরে সরে গেছি প্রিয়তমা, না না তুমি দায়ী নয়, সবই আমার অক্ষমতা।" সোহমের লেখা, মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো, ওর মনের অবস্থা বোঝে অহনা। তবে কি সোহম আবার আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে? সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই কেমন করে উঠলো শরীরটা। বাথরুম থেকে চিৎকার সোহমের -- আমার রুমালটা দাও ধুয়ে দিই।- ওমা তুমি কেন ধোবে, রতনের মা ধোবে। -না, কাল যখন তুমি বাইরে গেছিলে বলে গেছে আজ আসবে না।--ও, থাক আমি ধুয়ে দেব। --আচ্ছা। সোহমকে খেতে দিতে দিতে অহনা বললো --ফিরবার সময় একটু মিষ্টি নিয়ে এস। --প্রতীক তো মিষ্টি খায় না? --আমার জন্য আনবে না? --মানে? --আমি খাব। --ও --ও মানে? --কি? --তুমি খাওনা বলে কি, আমার ইচ্ছে করে না? -- তা বলেছি কখনো, তুমিই তো খাওয়া বাদ দিয়ে দিয়েছিলে। -- এখন খাব, যেমন তুমি আবার সিগারেট ধরেছ। -- কিসের সাথে কিসের তুলনা, -- একদমই না, না বাবা, আমার জন্য আনতে হবে না, প্রতীকের সাথে লোক আসবে, তাই। -- তোমাদের কোম্পানির মিটিং? -- দেখি কি হয়। -- তাহলে স্ন্যাকস কিছু আনবো? --দেখো কি আনবে।

।।।৫।।।

জুলাই মাসের গরমে ক'টা দিন নাজেহাল হয়ে গেছিল, বিকালে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি টা হওয়াতে ওয়েদারটা বেশ ভালো হয়েছে, সোহম ঢুকলো। --ভিজেছ নাকি -- ওই একটু, এই নাও। -- এত কেন? -- তুমি যে বললে প্রতীকের সাথে লোক আসবে, --আরে তাহলেও এত! এটা কি রোল? --হ্যাঁ, ---তাহলে তুমি রোলই খেয়ে নিও। --দিও। যাই ফ্রেস হয়ে নিই। -- কফি করছি। -- আচ্ছা। সোহম টিফিন শেষ করে টিভিতে খবর দেখছিল। - শোন আমি একটু চেঞ্জ করে নিই। ওরা এলে বসতে বোলো। - হু। কলিং বেলের শব্দে অহনা বের হয়ে দরজা খুলতে যাবে দেখলো সোহম বারান্দার গ্রীল খুলে কথা বলছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলতে লাগলো --অহনা দেখো কে এসেছে, এসো মামনি, এসো এসো, দেখো আজ এতদিন পর আত্রেয়ীর দাদা-বৌদির কথা মনে পড়েছে। কোলে করে পুটুকে সোফায় বসিয়ে দিল। --আত্রেয়ী বোসো, এক মিনিট আসছি। --হ্যাঁ বৌদি অহনা ঘরে ঢুকতেই দেখলো পেছন পেছন সোহম । -- ওমা ওদের একা বসিয়ে রেখে এলে যে? -- এখন কি হবে? -- কি হবে মানে?

(চলবে)

সময়কে বাধার কবিতা

পার্থ নিয়োগী: মনে পরে ইরানের রেহানে জাবাড়ির চিঠি? যাকে বলা হত ইরানের বাঘিনী। সেই প্রতিবাদী রেহানে জাবাড়িকে নিয়ে অসাধারণ এক কবিতার মধ্যে দিয়ে কাব্যগ্রন্থের শুরু করেছেন কবি অভিজিৎ সেন। পাঠক হয়ত ভাবতেই পারেন এমন প্রতিবাদী চরিত্রকে নিয়ে যে কাব্যগ্রন্থের শুরু সেখানে বোধহয় বিদ্রোহের আঁচ থাকবে পরের কবিতায়। কিন্তু না। কবি সে পথে হাটেননি। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কবিতা উপহার দিয়েছেন। বালুচর নিয়ে ১১ টি কবিতার সিরিজ লিখেছেন এই কাব্যগ্রন্থে। প্রত্যেকটিই চমৎকার। বালুচরের পর এসেছে আত্মপক্ষ সিরিজের সাতটি কবিতা। নিজের বিবেকের কথাই হয়ে উঠেছে যেন তার নিজেরই আত্মপক্ষের কথা। এখানেই অভিজিৎ সেনের স্বার্থকতা। গাইবো রে গান গাইবো/ তোদের জন্য গাইব। মনের কোথাও তুমি নাই/ গভীর খাদের মাঝে পরে আছি মন আমি। এমনই ভিন্ন মানসিক অবস্থা উঠে এসেছে তার সময়ের গল্প-১ কবিতায়। শহীদ সেনা আর বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তার কবিতা সত্যিই হৃদয়স্পর্শী। নদীকে নিয়ে লেখা তার কবিতা সত্যিই যেন এক নদীর জীবনের ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরে। আসলে প্রতিটি কবিতা তিনি সিরিয়াসভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একের পর এক কবিতা তন্ময় হয়ে পড়তে হয়। উদাসী বাতাসে স্বপ্নেরা জোনাকি/ এলোমেলো বিকালে গোধূলি সাঁঝবাতি। অসাধারণ শব্দচয়ন তার। আর তার এই শব্দের সিরিয়াস গাঁথুনিতে পাঠককে বাঁধা পড়তে হয় সময়ের গল্পে।

শেষদিনে জমে উঠলো পঠনমেলা

কোচবিহার: পঠনমেলা ঘিরে কোচবিহারের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ৩১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল এই পঠনমেলা। ৫ আগস্ট ছিল এই কর্মসূচীর শেষ দিন। কোচবিহারের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই পঠন মেলা উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সপ্তাহ জুড়ে হয়েছে বাণীপাঠ, সরবপাঠ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। শনিবার পঠনমেলার শেষদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচে গানে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা।

মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা

পার্থ নিয়োগী: ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক একাডেমি, নিউ দিল্লীর সহযোগিতায় এবং কোচবিহার ছায়ানীড়ের উদ্যোগে কাটামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আজ থেকে শুরু হলো দুদিনব্যাপী মূকাভিনয় ও নাট্য কর্মশালা। কর্মশালার শুভ সূচনা করেন কাটামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সজল চন্দ। এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের নাটক ও মূকাভিনয়ের প্রতি উৎসাহ বাড়াতে সারা বছর বিভিন্ন স্থানে কোচবিহার ছায়ানীড় এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির সদস্য স্নেহাশীষ চৌধুরী, বাপ্পী দাস এবং সজল চন্দ। শিবির পরিচালক হিসেবে ছিলেন স্বাগত পাল। এই কর্মশালায় থিয়েটার গেমস, ইমপ্রোভাইজেশন, মঞ্চের ব্যবহার, কণ্ঠস্বর, মূকাভিনয়ের বিভিন্ন দিক, শরীর চর্চা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ২৮ জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। কর্মশালা শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।

‘নীরা’ খুঁজে দিল স্বাধীনতার ৭৫ বছরে এক সংগ্রামী ভারতীয় নারীকে

পার্থ নিয়োগী: চারপাশে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি আজাদি কি অমৃত মহোৎসবের সমারোহ। নানান অনুষ্ঠান। কিন্তু সবাই ভুলে আছে বিপ্লবী নীরা আর্যকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম মহিলা ক্যাপ্টেন। আর সেই বিপ্লবী নীরা আর্যকে আবার সবার সামনে তুলে ধরল মৃত্তিকা নাট্যগোষ্ঠী। নীরা আর্যের জীবন শীর্ষক তাদের নাটক ইতিমধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নীরার নাম ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন দেবলীনা বিশ্বাস। নেতাজী অন্তঃপ্রাণ এক দেশপ্রেমী মেয়ে যখন জানতে পারল তার স্বামী নেতাজীকে ধরিয়ে দিতে চায় ইংরেজ পুলিশের হাতে। তখন নিজের স্বামীকে হত্যা করতে এক মুহূর্ত ভাবেনি নীরা। স্বামীকে হত্যার পর থেকে নীরাকে সবাই নীরা নাগিনী বলে চিনত। ইংরেজরা দেরি করেনি তাই নীরা আর্যকে জেলবন্দী করতে। জেলে নীরার ওপর চলে পৈশাচিক অত্যাচার। এখানে নীরার স্বামীর চরিত্রে সজল দে চমৎকার অভিনয় করেন। অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টরের চরিত্রে কল্লোল দেবনাথের অভিনয় ছিল বেশ ভালো। দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু নীরা আর্যের খোঁজ কেউ রাখে না। ওদিকে স্বাধীন দেশে রটে যায় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু নীরা তা বিশ্বাস করে না। প্রকাশ্যে না এসে দারিদ্রময় জীবন বেছে নেয় নীরা। হায়দ্রাবাদের রাস্তায় ফুল বেঁচে জীবন ধারণ করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম মহিলা ক্যাপ্টেন নীরা আর্য। বয়সের ভারে হয়ে পড়েন অসুস্থ এক সময়। অসুস্থ অবস্থায় ঠাই হয় হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া হাসপাতালে তার। এই সময় নীরার খবর পায় এক সাংবাদিক। হাসপাতালের মৃত বিপ্লবী নীরার খবর উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়। সারা দেশ লজ্জায় মাথা হেট। সাংবাদিকের চরিত্রে অসামান্য অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দেন সৈকত ভট্টাচার্য। বৃদ্ধা নীরা আর্যের চরিত্রে মৃদুস্মিতা বসুর অভিনয় সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হয় মৃত্তিকা নাট্য গোষ্ঠীকে। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে হারিয়ে যাওয়া এক নারী বিপ্লবী চরিত্রকে আবার তুলে ধরার জন্য। দেবলীনা বিশ্বাসের বলিষ্ঠ নির্দেশনায় নাটকটি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা

পার্থ নিয়োগী: গত ২৯ জুলাইয়ের শ্রাবণ সন্ধ্যায় কোচবিহার স্টুডেন্ট হেলথ হোম প্রেক্ষাগৃহে বিরক্তিকর পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের বার্ষিক সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ও অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান। পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন কবি অনুবাদক শৌভিক দে সরকার। অনুষ্ঠানে ‘অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি স্মারক বক্তৃতায়’ বক্তব্য রাখতে গিয়ে শৌভিক দে সরকার বিস্তারিত ভাবে অরুণেশ ঘোষকে নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ‘অরুণেশ কোন ঘটনার ভেতর ইনসাইডার হিসেবে প্রবেশ করে ঘটনা দেখেছেন। আমা গা ঘিনঘিনে বলে যা এড়িয়ে গেছি অরুণেশ সেটাই তুলে ধরছেন। আজকের তারিখেও ভয়ানক অপরিহার্য অরুণেশবাবু বাংলার কাছে অপরিচিত ভূখন্ডের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। যে বাস্তবতা আমরা দেখছি তার বাইরে আর এক বাস্তবতা দেখেছেন অরুণেশ’। সব মিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল উপভোগ্য।

ভাবতে শেখায় “সময়”

পার্থ নিয়োগী: মুক্তি পেল পথিকৃৎ ফিল্মস নিবেদিত ও বাবুল আলম প্রযোজিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা ‘সময়’। গল্পকার মনামী সরকার ও সহযোগিতায় প্রয়াস মানবকল্যাণ সংস্কৃতি। সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায় তার পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক বার্তাও। সিনেমাটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অভিনয় করেছেন সুজয় নিয়োগী, সুদীপা দেব, সুশান্ত গোপ, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, সংগীতা চৌধুরী, অয়ন্তিক ভৌমিক, অনুরাগ ভৌমিক সহ আরো অন্যান্য কলাকুশলীরা। গত ১৭ই জুন ২০২৩ শনিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলে সিনেমাটি মুক্তি পায়। ‘সময়’ এর পরিচালক বিক্রম শীল জানান, ‘বরাবরই সিনেমার মাধ্যমে সামাজিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ভালোবাসি, সাম্প্রতিক সময়ের অনেক নিদর্শন এই সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। প্রায় এক বছরের কাছাকাছি সময় ধরে এই সিনেমার কাজ চলেছে, আশা রাখি ‘সময়’ দর্শকদের ভীষণ ভালো লেগেছে।

কোচবিহারের সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের মধ্যে এই সিনেমাটিকে ঘিরে দারুণ উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে। সম্পূর্ণ হলঘরই এদিন ছিল ভীড়ে ঠাসা। কোচবিহারের বুকে কোচবিহারের শিল্পীদের অভিনীত সিনেমার মহরৎ এ এমন আগ্রহ যথেষ্ট ইতিবাচক কোচবিহারের কলাকুশলীদের কাছে।

কোচবিহারে ছয় কবির বই প্রকাশ

কোচবিহার: ৩০ জুলাই একালের কবিকণ্ঠ আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ কবিতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছয় কবির বই প্রকাশ অনুষ্ঠান হয় কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির মঞ্চে। প্রকাশিত হয় মনামী সরকারের হলদে আদর, সমরেশেন্দু বৈদ্যর শেষ চুম্বনের স্বর, বিনীতা সরকারের রাত জাগা হাসনুহানা,অমিত রায়ের সময়ের স্রোত, সঞ্জয় সাহার স্বপ্ননীল, মন্টুদেব বর্মনের শান্তি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কবি অমর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কবি সঞ্জয় সোম, অজিত অধিকারী একালের কবিকণ্ঠ-র কর্ণধার অভিমান্য পাল। বই প্রকাশের পাশাপাশি কবিদের কবিতাপাঠ। এছাড়াও মলয় দত্তকে উপেন্দ্রনাথ বৈদ্য স্মৃতি সম্মান প্রদান। অভিমান্য পাল স্বাগতভাষণে জানান, “আগামীদিনে উত্তরবঙ্গের প্রবীণ অথচ উল্লেখযোগ্য এমন কবিদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হবে। নতুন বছরের শুরুতে প্রকাশিত হবে কোচবিহারের অমর চক্রবর্তী, সঞ্জয় সোম, সুবীর সরকারের মতো কবিদের গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা।” সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দেবশ্রী রায় ও সৈকত সেন।

ক্রেতাসুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

কোচবিহার: উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার, কোচবিহার দপ্তরের উদ্যোগে ৭ আগস্ট “কোচবিহার ছায়ানীড়” তুফানগঞ্জ-১ নং ব্লকের দেওচড়াইমোড়, চিলাখানা বাজার, মারুগঞ্জ হাসপাতাল মোড় এবং মারুগঞ্জ বাজারে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক পথনাটক “অঙ্গীকার” পরিবেশন করল। দেবলীনা বিশ্বাস রচিত ও স্বাগত পাল নির্দেশিত পথনাটকে অভিনয় করেছেন তালেব হোসেন, বাপ্পী দাস , তিমির রঞ্জন ঝা এবং স্বাগত পাল। সাধারণ মানুষ একটু সচেতনতার অভাবে কিভাবে জিনিস কিনতে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন এবং এর প্রতিকারের উপায় এই নাটকে দেখানো হয়েছে। এই পথনাটক নিয়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন

আলিপুরদুয়ার: বুধবার বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হল ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানে। বুধবার তাসাটি ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হয়। এদিন তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠ এলাকায় আদিবাসী বীর শহীদ বীর বীরসা মুন্ডা, সিধু, কানু, কার্তিক উরাও এছাড়াও অন্যান্য বীর শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে তাসাটি চা বাগানের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রায় ১০০ টি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে।

নতুন প্রোডাক্ট - 'আইসিআইসিআই প্রু প্রোটেক্ট এন গেন'

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স লঞ্চ করল তাদের এক অভিনব নতুন প্রোডাক্ট - 'আইসিআইসিআই প্রু প্রোটেক্ট এন গেন' (ICICI Pru Protect N Gain)। এই প্রোডাক্ট থেকে পাওয়া যাবে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কভার, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ প্রোটেকশন ও পার্মানেন্ট ডিসাবিলিটি প্রোটেকশন। দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ সৃষ্টি ও আর্থিক লক্ষ্য অর্জনেও এই প্রোডাক্ট কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

'আইসিআইসিআই প্রু প্রোটেক্ট এন গেন' থেকে অ্যানুয়াল প্রিমিয়ামের চেয়েও ১০০ গুণ অবধি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কভারেজ পাওয়া যাবে এবং গ্রাহকরা ইকুইটি ও ডেট (equity and debt) থেকে তাদের পছন্দসই ১৮টি ফান্ড অপশন থেকে বেছে নিয়ে ফেরতলাভে বৃদ্ধি ঘটাতে পারবেন। প্রোটেকশন ও লং-টার্ম সেভিংস-এর এক 'পারফেক্ট ব্লেন্ড' হিসেবে এই প্রোডাক্ট গ্রাহকদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং পরিবারের সম্পূর্ণ আর্থিক সুরক্ষা জোগাবে পলিসির মেয়াদ চলাকালীন। জীবিত অবস্থায় নিজের জন্য একথোকে বেশকিছু অর্থলাভও হবে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে লাইফ কভার বা ক্লেইম অ্যামাউন্ট 'লাম্প-সাম' হিসেবে পলিসিহোল্ডারের উপভোক্তা বা নমিনিকে দেওয়া হবে, যার ফলে পরিবারকে আর্থিক অসহায়তা দূর হবে।

এনএসডিসি-এর সাথে পার্টনারশীপ করেছে পিয়ারসন

কলকাতা: ভারতীয় যুবসমাজের কর্মসংস্থানের উন্নতির জন্য, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NSDC) এবং পিয়ারসন, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা ও মূল্যায়ন সংস্থা, পার্টনারশীপ করেছে। এই পার্টনারশীপের মাধ্যমে, এনএসডিসি-এর ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলি ইংরেজি ভাষা পরীক্ষামূলক প্রোগ্রাম ভার্সেন্ট (Versant) এবং মন্ডলি (Mondly)-এর পাশাপাশি পারসন ভিইউই (Pearson VUE) থেকে আইটি (IT) বিশেষজ্ঞ সার্টিফিকেশন সমর্থন করবে।

পিয়ারসন ভিইউই ১৯ মিলিয়ন বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনা করে, সফ্‌ট ওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্কিং এবং নিরাপত্তায় আইটি বিশেষজ্ঞের সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করেছে এবং বিভিন্ন শিল্পে আইটি কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করছে। দিল্লিতে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম ২০২৩-এ এই পার্টনারশিপটি ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে বেদ মণি তিওয়ারি এবং পিয়ারসন ইন্ডিয়ার কান্ট্রি হেড হিসাবে বিনয় স্বামী উপস্থিত ছিলেন। এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনালের এমডি এবং সিইও, শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি বলেছেন,"পিয়ারসনের সাথে আমাদের সহযোগিতা ভারতীয় তরুণদের আধুনিক চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে ক্ষমতায়ন করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। এনএসডিসি-এর ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলি নিঃসন্দেহে পিয়ারসন ভিইউই-এর বিখ্যাত সার্টিফিকেশন টেস্টিং প্রোগ্রামগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগগুলিকে উন্নত করবে।"

লেনোভো ইন্ডিয়া তার ২০২৩ কনজিউমার পোর্টফোলিও উন্মোচিত করেছে কলকাতায়

কলকাতা: কলকাতায়, লেনোভো, গ্লোবাল টেকনোলজি লিডার, তার নতুন কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স প্রকাশ করেছে, যেখানে ইম্মার্সিভ সিনেমাটিক এন্টারটেনমেন্ট, গেমিং এবং রিমোট প্রডাক্টিভিটির জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপনের করার প্রতি জোর দিয়েছে। জ্য-ড্রপিং ডুয়াল-স্ক্রিন ইয়োগা বুক ৯আই (9i), শক্তিশালী গেমিং ল্যাপটপ লিজিয়ন প্রো ৭আই (7i), এলওকিউ (LOQ), এবং ৫জি (5G)- ট্যাব সহ এম ১০ (M10) - যা বর্তমানের সবচেয়ে সস্তা গেমিং ল্যাপটপ।

২০২৩ যোগা পোর্টফোলিওর পাইলট মডেল, ইয়োগা বুক ৯আই, উন্নত বিনোদন, মাল্টি-মোড ক্ষমতা এবং ডুয়াল-স্ক্রিন বহুমুখি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই ইয়োগা ৯আই, ৭আই, প্রো ৯আই, প্রো ৭আই এবং স্লিম ৭আই কার্বন হল হাই-এন্ড স্মার্টফোন যা পারফরম্যান্স-চালিত মাল্টিমিডিয়া নির্মাতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। লেনোভোর লিজিয়ন ল্যাপটপ, ইন্টেল ১৩ তম জেন এবং এএমডি রাইজেন ৭০০০ সিরিজের মোবাইল প্রসেসর দ্বারা চালিত, লিজিয়ন কোল্ডফ্রন্ট ৫.০-এর মত এআই-টিউনড বৈশিষ্ট্য সহ উচ্চ-পারফরম্যান্স গেমিং এবং সামগ্রী নির্মাতাদেরকে অফার করা হয়েছে। লেনোভো, ভারতে ট্যাব পি ১১ ৫জি, ট্যাব এম ১০ ৫জি, এবং ট্যাব এম৯ লঞ্চ করেছে, যার মাধ্যমে সিনেমা, গেমিং এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং দেখার জন্য বড় মাপের স্ক্রীনের বহুমুখী ৫জি ডিভাইস অফার করা হয়েছে।

লেনোভো ইন্ডিয়ার নর্থ ও ইস্ট ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার এবং বিজনেস হেড বিপুল মাথুর বলেছেন, "আমরা আমাদের লেটেস্ট কনজিউমার পোর্টফোলিও লঞ্চ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের নতুন গেমিং ব্র্যান্ড, লেনোভো এলওকিউ (Lenovo LOQ)-শেয়ার করতে পেরে আনন্দিত, যেটি তরুণ দর্শকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষত যারা গেম খেলতে পছন্দ করে এবং একটি সাশ্রয়ী মূল্যের শক্তিশালী পিসি পারফরম্যান্সের দাবি রাখে।"

জুয়েলারি শিল্পের জগতে ষোল বছর পূর্ণ করেছে রিলায়েন্স জুয়েলস

মুম্বই: জুয়েলারি শিল্পে বিশ্বস্ত এবং শ্রেষ্ঠ নাম, রিলায়েন্স জুয়েলস তাদের ১৬ তম বার্ষিকী উপলক্ষে বহু অপেক্ষার পর লঞ্চ করলেন আভার কালেকশন। এই সাফল্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উদযাপন করা হল এই বিশেষ বার্ষিকী। রিলায়েন্স জুয়েলস নিজেকে এমন একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা জুয়েলারি শিল্পে তার সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত কারুকার্যের জন্য জনপ্রিয়।

বিগত, ১৬ বছর ধরে সোনা এবং হীরার কানের দুলের সূক্ষ্ম ডিজাইনগুলির কেনা-কাটার উপর যে বিশ্বাস গ্রাহকরা রিলায়েন্স জুয়েলসের প্রতি প্রদর্শিত করেছে, তার জন্য কোম্পানি তার গ্রাহকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে "ধন্যবাদ" জানিয়েছে। আভার কালেকশনের প্রতিটি কানের দুলের ডিজাইনগুলি আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে। এই অনবদ্য কানের দুলের কলেকশনে রয়েছে, বিভিন্ন স্টাইলের স্টাডস, সুই ধাগা, জে-হুপস, ড্যাংলার এবং ফ্রন্ট এবং ব্যাক, ইত্যাদি, যা অতি যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে। রিলায়েন্স জুয়েলারি-এর সিইও, সুনীল নায়ক আভার কালেকশনের উদযাপনে তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, "আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে ১৬ বছর পূরণ করে ভীষণ আনন্দিত। গ্রাহকদের অফুরন্ত ভালবাসা এবং বিশ্বাসের জন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী। আভার কালেকশনের ডিজাইনগুলি গ্রাহকদের সাথে আমাদের সম্পর্কের গভীরতাকে প্রতিফলিত করে।"

মহিলাদের জন্য লিন্ডের কেরিয়ার এনেবলিং প্রোগ্রাম

দুর্গাপুর: শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস কোম্পানি লিন্ড (Linde) সম্প্রতি 'এনকোর' নামে একটি কর্মসূচি চালু করেছে, যা সেইসব পেশাদার মহিলাদের জন্য যারা সাময়িক বিরতির পর নতুন করে তাদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে আগ্রহী।

এনকোর প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল প্রতিভা ও সম্ভাবনাপূর্ণ পেশাদার মহিলাদের সাহায্য করা, যাদের কর্মজীবনে বর্তমানে ছেদ পড়ে রয়েছে এবং যারা নতুন করে দক্ষতা অর্জন করতে ও প্রশিক্ষণ নিতে চান। কর্মীবাহিনীতে কোম্পানির লিঙ্গসমতা ও ইনক্লুসিভিটি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এনকোর ট্রেনিং প্রোগ্রাম রচিত হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ করা যাবে, যেমন অপারেশনস, ডিস্ট্রিবিউশন, সেলস ও ফাইন্যান্সিং। এর ফলে অভিজ্ঞ পেশাদারদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা মেন্টরশিপ, গাইডেন্স ও নিয়মিত মূল্যায়নের সুবিধা পাবেন, যার ফলে তারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রোজেক্ট ও অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতাকে আরও উত্তম করে নিতে সক্ষম হবেন।

কেরিয়ার ব্রেক ঘটেছে এমন মহিলাদের পক্ষে ফের কাজে যোগ দিতে অনেকসময় সমস্যা দেখা দেয়। এনকোর ট্রেনিং প্রোগ্রাম তাদের সম্ভাবনা ও দক্ষতার উন্নয়নে সাহায্য করে।

এনকোর প্রোগ্রামে যোগ দিতে ইচ্ছুকদের কর্মবিরতির পূর্বে কমপক্ষে ৩ বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। এই প্রোগ্রামে সববয়সের পোস্ট-গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমা বা আন্ডার-গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী কর্মচ্ছেদযুক্ত মহিলারা যোগ দিতে পারবেন। প্রোগ্রামে ১২ থেকে ১৮ মাসের অন-দ্য-জব ট্রেনিং দেওয়া হবে, যাতে তারা তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান ঝালিয়ে নিতে পারেন।

প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল টিসিআই

কলকাতা: অর্থবর্ষ'২৪-এর প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল ভারতের শীর্ষস্থানীয় 'ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড লজিস্টিক্স সলিউশন্স প্রোভাইডার' ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (টিসিআই)। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আগের বছরের ওই ত্রৈমাসিকের অপেক্ষায় কোম্পানির মোট আয় বৃদ্ধি ঘটেছে ৭.৮%, যার বৃদ্ধির পরিমাণ এই ত্রৈমাসিকে ৮.৭%।

আর্থিক ফলাফল অনুসারে স্ট্যান্ডঅ্যালোন পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে ২০২৩ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০২৪ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে অপারেশনস থেকে আয় হয়েছে ৭.৮% বেশি অর্থাৎ ৮৮৭৫ মিলিয়ন টাকা (ইয়ার-অন-ইয়ার), ইবিআইটিডিএ অর্থবর্ষ ২০২৩-এর ১১৫১ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১২৪৪ মিলিয়ন টাকা। কনসলিডেটেড পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে ২০২৩ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের অপেক্ষা ২০২৪ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে অপারেশন্স থেকে আয় হয়েছে ৫.৫% (ইয়ার-অন-ইয়ার) বেশি অর্থাৎ ৯৫৮৩ মিলিয়ন টাকা। ইবিআইটিডিএ অর্থবর্ষ ২০২৩-এর ১১৯১ মিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১২৬৭ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রসঙ্গে টিসিআই-এর এমডি বিনীত আগরওয়াল বলেন, শিল্পক্ষেত্রে গ্রাহক চাহিদায় মন্দা, এক্সিম ট্রেডের ধীরগতি ও মডারেট ক্রেডিট গ্রোথ থাকলেও কোম্পানি পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

স্যামসাঙের নতুন প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স স্টোর লক্ষ্ণৌয়ে

খড়গপুর: লক্ষ্ণৌয়ের লুলু মলে স্যামসাঙ ইন্ডিয়া তাদের একটি নতুন প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স স্টোর উদ্বোধন করল, যা উত্তরপ্রদেশে স্যামসাঙের বৃহত্তম স্টোর।

নতুন স্টোর থেকে গ্রাহকরা পাবেন নতুন টেকনোলজির অভিজ্ঞতা। এই নতুন স্টোরে পাওয়া যাবে স্যামসাঙের সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট রেঞ্জ, যেমন স্মার্টথিংস, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, অডিয়ো, গেমিং ও লাইফস্টাইল টেলিভিশন। লুলু মলে অবস্থিত স্টোরে নানারকম গ্যালাক্সি ওয়ার্কশপ হবে 'লার্ন @ স্যামসাং' কর্মসূচির অধীনে। উদ্বোধনের প্রথম সপ্তাহে ২০,০০০ টাকা বা ততোধিক কেনাকাটায় গ্রাহকরা পাবেন আকর্ষণীয় ও সুনিশ্চিত উপহার, ২X লয়াল্টি পয়েন্ট ও ২,৯৯৯ টাকায় গ্যালাক্সি বাডস২। এছাড়াও অনেক সুবিধা দেওয়া হবে গ্রাহকদের। গ্রাহকরা এই স্টোর থেকে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে বাড়িতে প্রোডাক্ট ডেলিভারি নিতে পারবেন।

লক্ষ্ণৌয়ের নতুন স্টোরে স্যামসাঙের ডিজিটাল লেন্ডিং প্লাটফর্ম 'স্যামসাঙ ফাইন্যান্স+' ও স্যামসাঙের ডিভাইস কেয়ার প্ল্যান 'স্যামসাঙ কেয়ার+'এর সুবিধা পাওয়া যাবে গ্যালাক্সি স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও স্মার্টওয়াচের ওপর। এই স্টোর থেকে স্মার্টফোনের জন্য আফটার-সেলস-সার্ভিস-সহ বাড়িতে বসে কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স প্রোডাক্টসের জন্য সার্ভিস কল বুক করাও যাবে।

টয়োটা লঞ্চ করেছে তার নতুন রুমিওন এমভিপি ফ্যামিলি কার

শিলিগুড়ি/কলকাতা: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর (TKM), তার লেটেস্ট টয়োটা রুমিয়ন - একটি নতুন কমপ্যাক্ট এমভিপি গাড়ি লঞ্চ করেছে, এই স্টাইলিশ এবং প্রিমিয়াম নতুন ফ্যামিলি গাড়িটিতে রয়েছে চমৎকার জ্বালানি দক্ষতা। এমভিপি সেগমেন্টে এই সেভেন-সিটার লঞ্চটি বাজারে টয়োটার উপস্থিতি আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অল নিউ টয়োটা রুমিয়ন স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা, নির্ভরযোগ্যতা এবং মানসিক শান্তির প্রত্যাশা করা পরিবারগুলির জন্য একটি বিশিষ্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল সমাধান উপস্থাপন করেছে। এটি বি-এমপিভি সেক্টরে টয়োটার আত্মপ্রকাশেরও ইঙ্গিত দেয়। এই সংস্করণটি, সেরা পারফরম্যান্স এবং চমৎকার জ্বালানি দক্ষতা দ্বারা সমর্থিত কমপ্যাক্ট এমপিভি সেগমেন্টে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করেছে। অল-নিউ টয়োটা রুমিওন-এ রয়েছে ১৭.৭৮ সেমি স্মার্ট প্লে কাস্ট টাচস্ক্রিন অডিও এবং আরকামিস সাউন্ড সেন্স সমৃদ্ধ অডিও অভিজ্ঞতার জন্য একটি অত্যাধুনিক ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম। স্মার্টফোন সংযোগের জন্য, এটি অ্যাপল কারপ্লে এবং অ্যান্ড্রয়েড অটো (ওয়্যারলেস) সমর্থন করে। ইউএসবি সংযোগ ছাড়াও, এই সংস্করণটির মধ্যে ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেমে স্টিয়ারিং-মাউন্ট করা অডিও এবং ফোন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্লুটুথ সংযোগ রয়েছে।

টিকেএম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সেকিউটিভ মাসাকাজু ইয়োশিমুরা বলেছেন, "টয়োটা ক্রমাগত উদ্ভাবন এবং জাতীয়, সেল্ফ-সাস্টেইনিং ইকো-সিস্টেমের সমর্থনের মাধ্যমে ভারতীয় গাড়ি সেক্টরে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হল সর্বদা উন্নত যানবাহন, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য ও পরিষেবার প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়া।"

ভারতীয় শার্লক হোমস: ব্যোমকেশ বক্সীর ১০টি আকর্ষণীয় অন-স্ক্রিন চরিত্র

কলকাতা: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাল্পনিক গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সি ভারতে এবং ভারতের বাইরেও একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। তিনি এমন একজন গোয়েন্দা যিনি তার বুদ্ধিমত্তার কারণে সবচেয়ে জটিল কেসও সহজেই ক্র্যাক করতে পারেন। ভারতীয় শার্লক হোমস নামে পরিচিত, ব্যোমকেশ বক্সী চলচ্চিত্রে বা সাহিত্যে সব বয়সের দর্শকদের হৃদয় জয় করেছেন। তবে এত অসাধারণ একটি চরিত্রে অভিনয় করার জন্য, একজন অসামান্য অভিনেতার প্রয়োজন যিনি তার চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মোহিত করতে পারেন। বিখ্যাত কাল্পনিক গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীর ভূমিকায় আমরা বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন সেরা অভিনেতাদের দেখেছি, যার মধ্যে রয়েছে:

১) উত্তম কুমারকে প্রথমবারের মতো চিরিয়াখানা (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিলো, যিনি তার আইকনিক পারফর্মেন্সের সাথে গোয়েন্দার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। ২) রাজিত কাপুর ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দূরদর্শনে ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কাপুর তার বুদ্ধি এবং অসাধারণ অভিনয় দ্বারা চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেছিলেন। ৩) গৌরব চক্রবর্তী, ২০১৪ সালের ওয়েব সিরিজে ব্যোমকেশ বক্সীর মধ্যে নতুন জীবন দান করেছিলেন, যার অভিনয় নতুন প্রজন্মকে এই বিখ্যাত গোয়েন্দার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ৪) ২০১৫ সালে ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে যিশু সেনগুপ্তকে দেখা গেছিলো, যিনি তার অসাধারণ অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। রুপোলি পর্দায় ব্যোমকেশ বক্সির চরিত্রটিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি অভিনয় জগতে চমৎকার সাফল্য পেয়েছেন। ৫) সুশান্ত সিং রাজপুত ব্যোমকেশ বক্সিকে এমনভাবে জীবন্ত করে তুলেছিলেন যা অন্য কেউ পারেনি। তিনি নিখুঁতভাবে গোয়েন্দার ব্যক্তিত্বকে ক্যাপচার করেছিলেন। ৬) সুজয় ঘোষ, তার অনন্য প্রতিভা দ্বারা ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। ৭) অনির্বাণ ভট্টাচার্য ২০১৭ সালে তার অনন্য প্রতিভার মাধ্যমে ব্যোমকেশ বকশির চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেছিলেন। ৯) আবির চ্যাটার্জি, তার বুদ্ধিমত্তা এবং সহানুভূতির মাধ্যমে ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছিলেন যা আগে আর কেউ করেনি। ১০) আসন্ন চলচ্চিত্র, "ব্যোমকেশ হে দুর্গো রহস্য," যেটিতে দেব-কে প্রথমবার ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রে দেখা যাবে, যিনি কিংবদন্তি গোয়েন্দা সিরিজের প্রিয় স্মৃতিগুলিকে তুলে ধরবেন। মুভিটি ১১ আগস্ট PVR INOX সিনেমাতে প্রকাশ করা হবে এবং এটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই-শিরোনামের বইয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

বড় পর্দায়, ব্যোমকেশ বক্সীর সাথে একটি রহস্য সমাধানের রোমাঞ্চ অনুভব করার জন্য এখনই টিকিট বুক করুন, যা ১১ই আগস্ট PVR INOX সিনেমাতে মুক্তি পেতে চলেছে।

কেন্দ্রীয় পুলিশ কল্যাণ ভান্ডারের সাথে পার্টনারশীপ স্বাক্ষর করেছে টাটা মোটোর্স

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম গাড়ি প্রস্তুতকারক, টাটা মোটোর্স, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য আধাসামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশ অফিসার এবং তাদের পরিবারকে সমর্থন করতে কেন্দ্রীয় পুলিশ কল্যাণ ভান্ডার (KPKB) এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। টাটা মোটোর্স, প্রথম ইভি প্রস্তুতকারক হতে পেরে আনন্দিত।

টাটা মোটর্সের ইভি রেঞ্জ, যা Tiago.ev, Tigor EV, এবং Nexon EV PRIME এবং MAX নিয়ে গঠিত, মূল্যবান অ্যাফিলিয়েশনের ফলে সমস্ত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য আকর্ষণীয় ছাড় উপলব্ধ করা হবে।

বর্তমানে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF), ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (I.B), ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB), ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA), ইন্দো-এর কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কল্যাণের জন্য -তিব্বত বর্ডার পুলিশ (ITBP), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF), এবং সমস্ত রাজ্য পুলিশ কর্মী, ১৮ ই সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ কেন্দ্রীয় পুলিশ কল্যাণভাণ্ডার (কেপিকেবি) প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে, KPKB-এর ১১৯ টি মাস্টার ক্যান্টিন রয়েছে যা বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে এবং ১৮০০ এর বেশি সহায়ক ক্যান্টিন রয়েছে যা সৈন্য এবং পরিবারের কাছে প্রোডাক্ট বিক্রি করছে।

কেএফসি -এর নতুন বার্গারের উপর রয়েছে আকর্ষণীয় ছাড়

শিলিগুড়ি: কেএফসি নিয়ে এসেছে তার লিমিটেড এডিশনের ডাবল ডাউনবার্গার, যার উপর থাকবে আকর্ষণীয় অফার। কেএফসি-এর ডাবল ডাউ নবার্গারে রয়েছে সুস্বাদু সস (স্পাইসি এবং ক্রিমি ডাইনামাইট মায়ো এবং শ্রীরাচা) সহ দুটি রসালো চিকেন ফিললেট, যার মাঝখানে রয়েছে ক্রাঞ্চি ভেজিস। এই বার্গারটি মাত্র ২৩৯/- টাকার সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাবে। এই ডাবল ডাউন বার্গার টি অন্য বার্গারের তুলনায় একেবারে আলাদা। এছাড়াও, কেএফসি তাদের পরিষেবায় স্যানিটাইজেশন, স্ক্রীনিং, সোশাল ডিস্টেন্স এবং ভ্যাকসিনেশন-এর মতো পাঁচ গুন্ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স – মেলোডি ও হিপ-হপের সংমিশ্রণ

শিলিগুড়ি: সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করল সিগ্রামস রয়্যাল স্ট্যাগ। ভায়াকম১৮-এর সঙ্গে একযোগে রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স নিয়ে এল এক নতুন সাঙ্গীতিক ধারা। এখানে বলিউডের মেলোডি ও হিপ হপ একত্রিত হয়ে জেনারেশন লার্জের জন্য এক অরিজিনাল সাউন্ড সৃষ্টি করেছে।

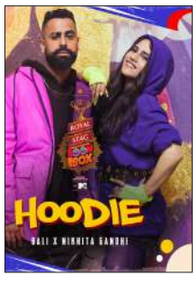

'লিভিং ইট লার্জ' স্পিরিটের উদযাপনের মধ্য দিয়ে মণিপাল, ভুবনেশ্বর, পুণে, ইন্দোর ও দেরাদুনের হাজার হাজার সঙ্গীতপ্রেমীকে মাতিয়ে রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স পরবর্তী পর্যায়ে লঞ্চ করছে চারটি অরিজিনাল মিউজিক ট্র্যাক। এবার দ্বিতীয় অরিজিনাল মিউজিক ট্র্যাক রিলিজ হচ্ছে বলিউড সিঙ্গার নিকিতা গান্ধী ও র্যানপার বালির ইউনিক কোলাবোরেশনের মধ্য দিয়ে। নতুন গান 'হুডি' হল বলিউডের সুরমূর্ছনা ও হিপ-হপের তালের এক অভিনব সংমিশ্রণ, যা সম্ভব করেছেন দুই সঙ্গীতশিল্পী। এটি হল রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্সের অরিজিনাল চারটি মেলোডি-হিপহপ মিউজিক ট্র্যাকের দ্বিতীয় রিলিজ, যা বিভিন্ন প্লাটফর্মে উপলব্ধ।

রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্সের অভিনব ফিজিটাল ফরম্যাটে আসছে দ্বিতীয় সঙ্গীত 'হুডি', যা পাওয়া যাবে রয়্যাল স্ট্যাগ লিভ ইট লার্জ ইউটিউব চ্যানেল এবং অন্যান্য অডিয়ো স্ট্রিমিং প্লাটফর্মে। সিগ্রামস রয়্যাল স্ট্যাগের অন্যতম স্তম্ভ হল মিউজিক, যা এযুগের তরুণদের পছন্দ। রয়াল স্ট্যাগ বুমবক্স তাদের কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে মিউজিকের এমন ব্লেন্ড সৃষ্টি করেছে যেখানে বলিউড ও হিপ-হপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আইরিন ট্যান

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়া, হিউম্যান রিসোর্সেস ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ-ওয়েস্ট এশিয়া (আইএনএসডাব্লিউএ)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইরিন ট্যানকে নিয়োগ করেছেন। তার নতুন ভূমিকায়, আইরিন ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত প্রতিভা নিয়োগ, কর্মক্ষমতা সুবিধা এবং কর্মচারী উন্নয়নের মাধ্যমে ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় আইএনএসডাব্লিউএ-কে বৃদ্ধি করবে।

এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপের ট্যালেন্ট সোর্সিংয়ের পরামর্শক হিসেবে, আইরিন ২০১২ সালে সিঙ্গাপুরের ফার্মে যোগদান করেছিলেন। তিনি সাংহাইতে গিয়ে বৃহত্তর চীন ও কোরিয়ার জন্য প্রতিভা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৫ সালে, তিনি সিঙ্গাপুরে এক্সিকিউটিভ রিক্রুটিং ডিরেক্টর হিসেবে বোটলিং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ (বিআইজি) সহ এশিয়া প্যাসিফিক জুড়ে একাধিক এক্সিকিউটিভ সার্চ ম্যান্ডেটে কাজ করেছেন। এছাড়াও, তিনি ২০২০ সালে গ্লোবাল ট্যালেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (টি ও ডি) লিডারশিপ টিমে যোগদান করেন এবং এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য টি ও ডি ডিরেক্টরের উপাধি পান।

এই নিয়োগের বিষয়ে, ইন্ডিয়া ও সাউথ-ইস্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট সংকেত রায় বলেছেন, "আমরা নিশ্চিত যে আইরিন ক্রমাগত সাফল্যের জন্য হিউম্যান রিসোর্স ইউনিটকে গাইড করবে এবং ফার্মের প্রতি তার গভীর উপলব্ধি এবং বাজার জুড়ে আমাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে।"

দুইদশক ধরে বাজারের শীর্ষে মারুতি সুজুকি অল্টো

শিলিগুড়ি: গাড়ি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলস্টোন অতিক্রম করল ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় গাড়ি মারুতি সুজুকি অল্টো। বর্তমানে মারুতি সুজুকি অল্টোর গ্রাহকসংখ্যা ৪৫ লক্ষেরও বেশি।

মারুতি সুজুকি অল্টো গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেকেও বার বার বদলে ফেলেছে। এন্ট্রি লেভেল হাচব্যাক সেগমেন্টের গাড়ি মারুতি সুজুকি অল্টোতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং, ফ্রন্ট পাওয়ার উইন্ডো, অটো গিয়ার শিফট (এজিএস) অপশন, ডুয়াল এয়ারব্যাগ, অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (এবিএস), ফাক্টরি-ফিটেড সিএনজি সিস্টেম ও আরও অনেককিছু। অল-নিউ অল্টো কে১০ তৈরি করা হয়েছে অল্টোর নিজস্ব ঘরাণা অনুসারে। শক্তপোক্ত গড়নের অল্টো থেকে দুর্দান্ত জ্বালানি সাশ্রয়, সর্বোচ্চ আস্থা, অতুলনীয় পারফর্ম্যান্স ইত্যাদি সুবিধা পান এর গ্রাহকরা।

মারুতি সুজুকি অল্টো ২০০০ সালে লঞ্চ হওয়ার পরই বাজারে ব্যাপক সাড়া তোলে এবং ভারতের নাম্বার-ওয়ান সেলিং কারে পরিণত হয় ২০০৪ সালে। বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় অল-নিউ অল্টো কে১০ গাড়িতে রয়েছে শক্তিশালী নেক্সট-জেন কে-সিরিজ ১.০লিটার ডুয়াল-জেট ডুয়াল-ভিভিটি ইঞ্জিন। এতে স্মার্টপ্লে স্টুডিয়ো ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম-সহ স্মার্ট কানেক্টিভিটি রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরণের গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটাতে।

২৫,০০০ -এরও বেশি বুকিং পেয়েছে হারলে-ডেভিডসন এক্স ৪৪০

■কলকাতা: হিরো মোটোকর্প, বিশ্বের বৃহত্তম মোটরসাইকেল এবং স্কুটার প্রস্তুতকারক, ২০২৩-এর ৪ ঠা জুলাই, রিজার্ভেশন পিরিয়ড খোলার পর থেকে হারলে-ডেভিডসন এক্স ৪৪০-এর জন্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সাথে ২৫,৫৯৭ টি রিজার্ভেশন পেয়েছে।

বর্তমানে, বুকিং উইন্ডোটি বন্ধ করা হয়েছে, এবং খুব শীঘ্রই নতুন বুকিং উইন্ডো শুরু করা হবে।

হিরো মোটোকর্প, ২০২৩ এর সেপ্টেম্বর থেকে হারলে-ডেভিডসন এক্স ৪৪০- এর উত্পাদন শুরু করবে এবং অক্টোবর থেকে গাড়িটি ডেলিভারি করা শুরু করবে। আপডেটেড ডেনিম, ভিভিড এবং এস ভেরিয়েন্টের দাম যথাক্রমে ২,৩৯,৫০০ টাকা, ২,৫৯,৫০০ টাকা, এবং ২,৭৯,৫০০ টাকা হবে, যা সমস্ত এক্স-শোরুমে পাওয়া যাবে।

ডাইসনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর দীপিকা পাড়ুকোন

শিলিগুড়ি: গ্লোবাল টেকনো লজি কোম্পানি ডাইসন (Dyson) তাদের হেয়ার কেয়ার টেকনোলজি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম ঘোষণা করল। ডাইসনের উদ্দেশ্য হল, চুলের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, আর একইসঙ্গে ডাইসনের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত স্টাইলিং টুলস সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ডাইসন ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঙ্কিত জৈন জানান, দীপিকা পাড়ুকোনকে সঙ্গে পেয়ে তারা আনন্দিত। চুলের যত্ন ও স্টাইলের ক্ষেত্রে ডাইসনের হেয়ার কেয়ার টেকনোলজি সমন্বয় ঘটিয়েছে কাটিং-এজ ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফরওয়ার্ড-থিংকিং ডিজাইনের মধ্যে। দীপিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সব ধরণের চুলের স্টাইলিং ও সুস্থতার বিষয়টি আরও গভীরতা পাবে। ডাইসন হেয়ার কেয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

দীপিকা পাড়ুকোন বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত হেয়ার স্টাইলিংয়ের জন্য উদ্ভাবন ও উন্নত প্রযুক্তির প্রতি ডাইসনের অঙ্গীকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানুষকে সুপিরিয়র হেয়ারস্টাইল লাভে প্রেরণা দেবে।

ডাইসন ধারাবাহিকভাবে প্রযুক্তিক্ষেত্রে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ৭ বছর আগে তারা লঞ্চ করেছিল ডাউসন সুপারসোনিক হেয়ারড্রায়ার। সেই থেকে ডাইসন স্টাইলিং টুলসের এক বিশাল সম্ভার তৈরি করেছে যেগুলি সবরকম হেয়ার টাইপের সুপিরিয়র স্টাইলের জন্য কার্যকর।

চ্যাম্পিয়ন প্রাক্তনী ২০১৭

পার্থ নিয়োগী: ২৪ দলীয় জেনকিন্স সুপার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল প্রাক্তনী ২০১৭ । গত ৩০ জুলাই জেনকিন্স স্কুলের মাঠে প্রাক্তনী ২০১৭ ১-০ গোলে প্রাক্তনী ২০০৯ কে পরাজিত করে। একমাত্র গোলটি করেন সমু সিং সুব্বা। তিনি ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন। এদিন পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় এবং কোতয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস।

নর্থ জোন চ্যাম্পিয়ন মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল

পার্থ নিয়োগী: অনূর্ধ্ব ১৪ সুব্রত কাপ ফুটবলের নর্থ জোনে চ্যাম্পিয়ন হল মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল। গত ২৭ জুলাই কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে ফাইনালে তারা ১-০ গোল ব্যবধানে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ হাইস্কুলকে পরাজিত করে। এদিনের খেলার একমাত্র গোলটি করেন মাথাভাঙ্গার বিশ্বজিৎ দাস। তিনিই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের সাফল্যে খুশি কোচবিহারের ফুটবল মহল।

দুই বছরের জন্য নির্বাসিত গোসানিমারি নেতাজি সংঘ

কোচবিহার: দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া ফুটবল লিগে গত ২৫ জুলাই ম্যাচের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তি পেল গোসানিমারি নেতাজি সংঘ । দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত যে কোন টুর্নামেন্টে তারা আগামী দুই বছর অংশ নিতে পারবে না। সেইসাথে ওইদিনের নেতাজি সংঘের অভিযুক্ত খেলোয়াড় আশিক ইলাহিকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

সেরা ২০১৯

কোচবিহার: কোনামাল্লি সান্তারাদেবী আদর্শ হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ২০১৯ প্রাক্তনী। ৫ জুলাই ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে ২০১২ প্রাক্তনীকে হারায়। নির্ধারিত সময়ে গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা ২০১৯-এর মানব বর্মন। প্রতিযোগিতার সেরা ২০১২-র বাবলু রহমান। সেরা ডিফেন্ডার ২০১৯ প্রাক্তনীর রাজু বর্মন।

মনোজ তেওয়ারি অসাধারণ খেলোয়াড়:সৌরভ গাঙ্গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: মনোজ তেওয়ারি বাংলার অসাধারণ খেলোয়াড় মনোজের অবসর প্রসঙ্গে মন্তব্য ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর এবছর বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়া ভালো ফল করার ব্যাপারেও আশাবাদী সৌরভ।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ পরিবারের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, তিনি কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করেন। ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারির অবসর প্রসঙ্গে বলেন, মনোজ তিওয়ারি অসাধারণ ক্রিকেটার তার এই অবসর বাংলা ক্রিকেটের অনেকটাই ক্ষতি হল। আসন্ন বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়া ভালো ফল করবে বলেও জানান সৌরভ গাঙ্গুলী। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আর্মস পুলিশের ডিজি অনুজ শর্মা ব্যারাকপুরে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া এছাড়া পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

চ্যাম্পিয়ন আলিপুরদুয়ার-১ নং ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা: আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন আয়োজিত একদিনের কন্যাশ্রী মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে মাদারিহাট ব্লককে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয় আলিপুরদুয়ার-১নম্বর ব্লক। 'ওম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট' হন, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের রোমা ওরাওঁ। খেলার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক দর্শনা সুব্বা জানান, ১৪ আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসে খেলোয়াড়দের শংসাপত্র দেওয়া হবে। এদিনের খেলায় চ্যাম্পিয়নও রানার্স আপ দল ছাড়াও কালচিনি ব্লক ও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক যোগ দেয়। আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগর মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীর বড় জয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি সুপার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার ভারতী সংঘ ও পাঠাগার ৫-১ গোলে প্রভাতি ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ভারতীর মেহেরুল হক হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল রফিক হোসেনের। প্রভাতির গোলটি রৌশান আলমের। প্রভাতির মহাদেব নাগ ও আয়ুব আলিকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই প্রভাতি মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের পর ভারতী সংঘকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

জিতল নয়ারহাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে ১০ আগস্ট নয়ারহাট ইন্ডিয়ান বয়েজ স্পোর্টিং ১-০ গোলে আবুতারা প্রগতিশীল সংঘকে হারিয়েছে। একমাত্র গোল করেন দেবা বর্মন।

ক্যারাটের দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ঝাড়খণ্ডে ১২ ও ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠেয় জাতীয় ক্যারাটেতে কোচবিহারের পাঁচজন অংশ নেবেন। তারা হলেন সানিয়া মোস্তাফি, মঞ্জুবুল আলম, আবু সোহেল মিরাজ, তৃষা বর্মন ও মহম্মদ রেহান আকতার। কোচ মণিরুজ্জামান ব্যাপারি। ১০ আগস্ট কোচবিহারের খেলয়াড়রা রওনা দিয়েছেন।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগের সুপার লিগ খেলার ফলাফল

২৮ জুলাই- কোতোয়ালি পুলিশ বিক্রিয়েশন ক্লাব- ১ চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ১
৩০ জুলাই- ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার- ১ মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ০
৩১ জুলাই- কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব- ৫ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ০
১ আগষ্ট- ভানুদয়াল মিশন ফুটবল একাডেমি- ৩ চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব- ১
৪ আগস্ট- প্রভাতি ক্লাব- ৩ তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ২
৬ আগস্ট- ভারতী সংঘ ও পাঠাগার- ২ ভানুদয়াল মিশন ও একাডেমি- ০
৮ আগস্ট- ভানুদয়াল মিশন ও একাডেমি- ১ প্রভাতি ক্লাব- ১
৯ আগস্ট- কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব- ৪ মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা- ২

তুফানগঞ্জ ফুটবল লিগ জিতল যুবশ্রী সংঘ

পার্থ নিয়োগী: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত মহকুমা লিগে চ্যাম্পিয়ন হল রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ। রানার্স হয়েছে ধলপল সিনিয়র ফুটবল একাদশ। দু'দলের পয়েন্ট হয়ে দাড়ায় ৭। পরে গোল করার বিচারে চ্যাম্পিয়ন হয় রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ। তারা গোল করেছিল ৯। সেখানে ধলপলের গোলের সংখ্যা ছিল ৮। সর্বোচ্চ গোলদাতা হন যুবশ্রী সংঘের অপু বর্মন। প্রতিযোগিতার সেরা হন অরিজিৎ মন্ডল। এদিন পুরস্কার তুলে দেন তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণা সেন ঈশোর।

ক্যারাটেতে সাফল্য কোচবিহারের

নিজস্ব সংবাদদাতা: ৬ জুলাই দমদমের অমল দত্ত ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনটি সোনা, তিনটি রুপো সহ ২২ টি পদক জিতল কোচবিহারের ক্যারাটেকারা। পিয়াসী বাগচী (৪৯ কেজি) জোড়া সোনা পেয়েছে। আরাধ্যা ভট্টাচার্য (২২ কেজি) একটি সোনা পায়। জুঁই রায় (৩৯ কেজি), তুহিনা খাতুন (৪৮ কেজি) ও সৌমিতা সেন (৬২ কেজি) রুপো জিতেছে। এছাড়াও ১৬ টি ব্রোঞ্জ জিতেছে ক্যারাটেকারা। সোমবার তারা ফেরার পর কোচবিহার প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন স্পোর্টস ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ কোচবিহারের সচিব বিক্রমাদিত্য বর্মন। তিনি বলেছেন, 'সোনা ও রুপো জয়ীরা ২৫ অগাস্ট পঞ্জাবে জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

জয়ী সাতকুড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা: দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে বুধবার সাতকুড়া ফুটবল একাডেমি ২-০ গোলে আদাবাড়ি স্পোর্টস একাডেমিকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচেরা সেরা চিরঞ্জিৎ বর্মন। বৃহস্পতিবার আবুতারা একাদশ ও নয়ারহাট ফুটবল অ্যাকাডেমি খেলবে।

প্রয়াত মিহির নিয়োগী

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: চলে গেলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিহির নিয়োগী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫। ৫ আগস্ট কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোচবিহার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলেও তিনি প্রচুর জনপ্রিয় ছিলেন। তার প্রাণবন্ত চলাফেরা আজও তার ছাত্র-ছাত্রীসহ ক্রীড়া জগতের সহকর্মীরা অভাব বোধ করবেন। তার মৃত্যুতে ফেসবুক পোস্ট করে শোকজ্ঞাপন করেন প্রাক্তন সাংসদ ও বর্তমান এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তার বহু ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশে বিদেশে বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই তার এই চলে যাওয়াতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসের পতাকাও ৬ আগস্ট অর্ধনিমিত ছিল। ক্রীড়া জগতের এক নক্ষত্রকে হারালো কোচবিহার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96